**আনসারুল্লাহ বাংলা টীম**

# তালেবানরা কি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ?

*তালেবানদের উপর যে সকল মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়ে থাকে,*

*তার বিপরীতে এই কিতাবটি একটি অকাট্য দলিল স্বরূপ।*

[এই কিতাবটি মূলতঃ ***'আফগানিস্তান ওয়াত তালিবান ওয়াল মা'আরিকা আল-ইসলাম আল-ইয়াওম'*** **"আফগানিস্তান, তালিবান, এবং ইসলামের জন্য বর্তমান যুদ্ধ"** (১৯৯৮ সালে লিখিত কাবুল, আফগানিস্তান) মুজাহিদ শাইখ আবু মুসাব উমার আব্দুল হাকিম আস সূরী (মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন) এর কিতাব এবং ***'আল মিজান লি হারাকাতি তালিবান'*** **"তালেবান আন্দোলনের মাপকাঠি"** (২০০২ সালে লিখিত, আফগানিস্তান) শহীদ মুজাহিদ শাইখ ইউসুফ ইবন সালিহ আল-উয়াইরি (মহান আল্লাহ তাঁর উপর দয়া করুন) -এর কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে। (বিঃদ্রঃ এই সংকলনটি ইংরেজীতে ২০০১ সালে টুইন টাউয়ারের বরকতময় হামলার পরে করা হয়েছে।)]

# সূচীপত্র

## বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

## ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই হচ্ছে সকল প্রশংসা, যিনি মহান আরশের অধিপতি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী, তাঁর সাহাবাদের এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আম্মাবাদঃ

যাদের অন্তরে রোগ আছে, মুনাফিক এবং রুউহাইবিদাহ, ইদানীং আমিরুল মুমিনীন এবং তালেবানদের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ তোলার চেষ্টা করছে। সবদিক তলিয়ে দেখলে তালেবান এবং তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে পাঁচটি অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছেঃ

১. ক্বুবুরিয়্যাহ
২. তাকফীরের ক্ষেত্রে ইরজা'য়ী আক্বীদাহ
৩. সুফিয়্যা এবং দেওবন্দিয়াহ
৪. তা'য়াস্‌সুফ এবং তাক্বলীদ।
৫. জাতিসংঘে যোগদান।

যারা আমিরুল মুমিনীনকে "মুরজি'য়ী" বলে আখ্যা দিয়ে থাকে, তারা মূলতঃ কোন কিছু শোনার আগেই অনুমান করার চেষ্টা করে। পূর্বের ন্যায় তারা আবারও প্রমাণ করেছে যে - "এগুলো হচ্ছে ইলম বিহীন কথা-বার্তা"- যা তারা সত্য বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ এবং মানব জাতিকে প্রতারণা করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে, যদিওবা তাদের কাছে এ বিষয়ের উপর নূন্যতম ইলমও নেই। রসূল্লাহ ﷺ বলেছেন, *"একজন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই (মানুষকে) বলে বেড়ায়।"*

তাহলে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলা যায়, যে শুধুমাত্র গুজবের উপর ভিত্তি করে আমিরুল মুমিনীনকে "মুরজিয়া" বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। অথচ সে না আমিরুল মুমিনীনের কোন বিশ্বস্ত কাউকেও জিজ্ঞেস করেছে আর না সে আফগানিস্তান গিয়ে এর সত্যতা যাচাই করে দেখেছে, রবং সে নির্বোধের মতো শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে?! কেন এই ধরনের নির্বোধ ব্যক্তিরা মুসলিম উম্মার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে নাক গালাতে আসে!

রসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন, *"তোমাদের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন সত্যবাদী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে বিবেচনা করা হবে আর মিথ্যাবাদীকে বলা হবে বিশ্বাসযোগ্য; এবং চরিত্রবান ব্যক্তিকে চরিত্রহীন হিসেবে বিবেচনা করা হবে অপরদিকে চরিত্রহীনকে বলা হবে চরিত্রবান। ঐ সময়ে রুউয়াইবিদাহ্ ব্যক্তিরা কথা বলতে থাকবে।"*

জিজ্ঞাসা করা হল, *"ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! রুউয়াইবিদাহ্ কারা?"*

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর উত্তরে বললেন, *"অযোগ্য লোকরা জনসম্মুখে কথা বলবে।"*

এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে, *"ফাওয়াকিক্ব (পাপী এবং বিদ্রোহী) লোকরা জনসম্মুখে কথা বলবে।"*

আর এখন আমাদের উপর সেই সময়টিই অতিবাহিত হচ্ছে, যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযোগ্য ফাওয়াসিক্ব ব্যক্তিদের জনসম্মুখে কথা বলতে দেয়া যায়।

তাই এখন আমাদেরকে উপর এটি আবশ্যক দায়িত্ব হয়ে দাড়িয়েছে যে, সঠিক ইলম ও বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুধ্বে রুখে দাড়ানো। আর আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই আমরা এর থেকে আশ্রয় চাই।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের উপরে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আলিমগনের উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজনঃ

## তালেবানদের সম্পর্কে সম্মাণিত উলামাদের বক্তব্যঃ

ক) শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন) বলেনঃ "এই কিতাবের গভীরে যাওয়ার পূর্বে আমরা পাঠকদেরকে একটি বিষয় বলবো যা গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা উচিত আর তা হল, আমরা এ কথা বলিনা যে তালেবান আন্দোলনটি হচ্ছে সালাফিয়্যাহ আন্দোলন, যদি কেউ তাদেরকে পরিপূর্ণ বলে মনে করে থাকে, তাহলে সে ভুল ধারণার উপর রয়েছে। আবার অন্যদিকে, আমরা এটিও অস্বীকার করি যে, তালেবান হচ্ছে কুবুরিয়্যাহ আক্বীদাহ রয়েছে যারা নাকি শিরক-এ আকবারের উপর আছে। বরং আমরা বলতে পারি- তালেবানদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা সালাফিয়্যাদের থেকে এসেছেন, এবং সেই সাথে তাদের মধ্যে নব্যধারার প্রবর্তক অনেক সুফীও আছেন- তবে তাদের অধিকাংশই আক্বীদাহ্, ফিকহ্, এবং আচরনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী। তাদের সম্পর্কে আমরা এটাই জানি এবং এই বিষয়ের বাইরে অন্য কিছুই আমরা গ্রহণ করি না।

খ) অতঃপর শাইখ আরো বলেন, আবার আমরা দেখেছি যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, এবং তারা দাবি করে যে, তালেবান হচ্ছে "দেওবন্দিয়্যা", যেখানে এটা ভাবা হয় যে দেওবন্দিয়াদেরই নিজস্ব একটা আক্বীদাহ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেওবন্দিয়্যা কোন নতুন আকীদাহ্ নয়- বরং এটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় ২০০ বছর আগে এটি ভারতের দেওবন্দ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি হানাফী মাযহাবের ফিক্হা বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত....

তাই, দেওবন্দি হচ্ছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যার স্বতন্ত্র কোন আকীদাহ্ নেই। এটা অনেকটা মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। আল-আযহার মিসরে প্রতিষ্ঠিত এবং এর শাখা বিশ্বব্যাপী রয়েছে। যদিও আযহারের সব স্নাতক সম্পন্নকারীরাই মাযহাবে শাফিঈ এবং আকীদাহতে আশা'য়ারী নয়। তাই আযহারের স্নাতক উলামাগণ যারা সালাফিয়্যার উপর আছেন, তারা আহল-আল-হাদীসের উলামা। ঠিক একই রকম পরিস্থিতি দেওবন্দেরও। তাই দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠাতার আকীদাহ্ এবং পথের দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবিত.....

আর তাই এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, তালেবানরা কোন্ হুকুমের উপর ভিত্তি করে তাদের আন্দোলন চালাচ্ছে, এমনকি তাদের সবাই দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্পন্নকারী নন- বরং তাদের অনেকে পাকিস্তানের পেশোয়ারের হাক্বানী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিজ্ঞান এবং বেশীরভাগই করাচীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছে। তারা সবচেয়ে বেশী করাচী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস অনুষদের প্রধান প্রখ্যাত শাইখ নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) -এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

তাই তালেবানদের দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল ভ্রান্তির দ্বারা বিচার করা একদিকে একেবারেই তাদের উপর অবিচার করা হবে; এর কারণ দেওবন্দিয়াদের ভুলগুলো তালেবানদের বিপক্ষে কোন বৈধ বিধান পরিচালিত করে না। এর কারণ তালেবানদের বিষয়টি হচ্ছে স্বতন্ত্র একটি বিষয় আর এটি দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আরো অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট। তাহলে কিভাবে একটি সাধারণ [আম] দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট [খাস] এর উপর বিধান আমরা জারি করতে পারি? বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ তালেবানই কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসেননি! তাই যদি কেউ দেওবন্দিয়াদের বিষয়ে এ কথা বলে যে, যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতে প্রতিষ্ঠিত তাই এর মধ্যে সবাই হচ্ছে হিন্দু -এই কথাটি ভুল একটি কথা হবে। এই কারণে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদাহ্ এবং যে জায়গায় এটি প্রতিষ্ঠিত সেটার আক্বীদাহ্র সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে আমরা বলি, দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদাহ্ এবং তালেবান আন্দোলনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

কারণ, কেউ এরূপ দাবী করার পূর্বে, তাকে অবশ্যই এটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, তালেবানদের মধ্যে সকলেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে বের হয়েছে এবং তাকে এটাও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, তারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদাহর উপর আমল করছে। যদি তালেবানদের মধ্য থেকে কারোর মধ্যে এরূপ ত্রুটি পাওয়া যায় এবং তা প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে বের হয়েছেন, তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় একটি বিষয় হবে। আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তালেবানরা যদি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা তারা অধ্যায়ন করেছে কোন (ভ্রান্ত) আক্বীদাহর বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে অথবা এর উপর বিশ্বাস রাখে অথবা এর উপর আমল করে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

কেননা এটা অনিবার্য নয় যে, একজন ব্যক্তি যা সে পড়বে তার সবটুকুর উপরই তাকে আমল করতে হবে। এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলো যা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বেশ সুদুরপ্রসারিত- আমাদের পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তির কথা বলা সম্ভব নয় যে, সে এই এই বিষয়ে বিশ্বাস করে এবং এই এই বিশ্বাস করে না, শুধুমাত্র এই কারণে যে, সে অমুক অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছে যারা আকীদাহ্‌র বিষয়গুলো শিখানোর ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্ত কিতাবকে অনুসরণ করে থাকে। পাঠকদের এই বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে হলে কিতাবের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে।"

গ) শাইখ আবু মুস'য়াব আস-সূরী (আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন) তালেবানদের কিছু ত্রুটি-বিচুতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তৃতীয়তঃ সাধারণভাবে বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতি এবং মুসলিম দেশগুলোর মুরতাদ পুতুল সরকারের ব্যাপারে স্বল্প জ্ঞান থাকা এবং বিশেষভাবে, সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং আমিরাতের মত দেশগুলো বিশ্বাসঘাতক দালালদের ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকার কারণে শুধু তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রভাব পরেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে শর'য়ী বিধানেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমি মনে করি না যে, তালেবানরা জিওনিষ্ট এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করছে ঠিক একইভাবে জাজিরাতুল আরব ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যেমনঃ সাদ্দাম এবং বিশেষ করে পাকিস্তান, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আমিরাতগুলো অথবা বিলাদ আল হারামাইন এ জিহাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তবে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।[১]

আমরা যখন তালেবানদের কিছু কমান্ডার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে এই সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি তখন তারা তা অস্বিকার করেননি [বিঃদ্রঃ-শাইখ এখানে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন যেমন, শাইখ জালালুদ্দিন আল-হাক্কানি, এবং শাইখ ইউনুস খালিস সহ অন্যান্যরা]। এবং আমি তাদের কয়েকজন সিনিয়ার তালেবানের সাথে আলোচনা করে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা এবং হাকিমিয়্যাহ সম্পর্কিত সুগভীর ইলম এবং অন্যান্য বিষয়েও সঠিক বুঝ রয়েছে।

আমি আশাকরি যে, সময় এর জট খুলে দেবে; এখন এই সব পুতুল সরকাররা তালেবানদের সম্পর্কে একটা মন্দ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রভুদের আদেশের উপর ঠিক যেভাবে কয়েকদিন আগে সৌদি আরব তাদের দেশ থেকে সম্প্রতি তালেবান প্রতিনিধিকের বহিষ্কৃত করেছে (এবং তাদের রাষ্ট্রদূতকে বন্দী করেছে)

এবং আমি এও বিশ্বাস করি তালেবানদের সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী এই দ্বন্দ্ব ঐ সকল পুতুল সরকারদের মুখোশ সবার সামনে উম্মোচিত করে দিবে এবং এই সকল মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য তালেবানদের উপলব্ধি জাগিয়ে তুলবে।"

---

[১] অনুবাদকের টিকাঃ শাইখের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দিন আগের তাই বর্তমান তালেবানদের মানহাজ ও কর্ম পদ্ধতি থেকে বাহ্যিকভাবে বিপরীত মনে হতে পারে।

সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পর আমরা তালেবানদের উপর আরোপিত অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহঃ

## ১. কুবুরিয়্যাহদের সম্পর্কে তালেবানদের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

মৌলভী জালাল উদ্দিন শিনওয়ারী সাইয়্যেব বলেন, "বরং আমরা মানুষদের বুঝাই, শিক্ষা দেই এবং সুস্পষ্ট করি যে, কবরের উপর গম্বুজ বানানোর কোন অনুমতি ইসলাম দেয়নি, এটা শরী'য়াহর সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটা ইসলামের কোন অংশ না। আমিরুল মুমিনীন হিকমাহ এবং প্রজ্ঞার সহিত এটার সাথে হারব্ [যুদ্ধে] এ আছেন। আমি ব্যাক্তিগতভাবে বিচার বিভাগীয় মন্ত্রনালয়ের পাশে অবস্থিত একটি গম্বুজ ভেঙ্গে দিয়েছিলাম যার উপাসনা করা হতো।"

কাবুলের গভর্ণর বলেন, "মাজারের বিষয়ে আমাদের মাযহাব এবং আহলে সুন্নাহর মাযহাব একই । এই সব মাযারের পাশে যা ঘটে থাকে, এই সব বিষয়ে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে ইসলামে সমর্থনের কোন প্রমাণ নেই। এবং তালেবান এই সব অপকর্মের বিরুদ্ধে হারব্ [যুদ্ধ] করছে। আমাদের দ্বীনের মধ্যে এই সব বিদ'আতী মতাদর্শের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।"

'সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ থেকে নিষেধ' এই মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আফগান জনগনেরা কয়েক বছর টানা কমিউনিষ্ট শাসনের ছত্রছায়ায় ছিল যার কারণে এই সব ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তাই এই কুফরী মতাদর্শ এবং এর মতো আরও কিছু পথভ্রষ্টতা দূর করার জন্য এখন আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে, আমরা লোকদের ধৈর্য্যের সাথে বোঝাচ্ছি কিভাবে জিয়ারাত [কবর পরিদর্শন] করতে হয় এবং কবর ও এর আশে পাশের সংঘটিত হয় এমন কিছু যা সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক- সেগুলোকে পরিহার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছি। দ্বীন, আক্বীদাহ্ ও এই সংক্রান্ত শরীয়াহ্র সব বিষয়াবলী মানুষের নিকট সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য আমরা তাদের মাঝে বই, বুকলেট প্রচার করছি। সুতরাং যদি সম্ভব হয়, আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাহায্য করুন।"

আল-মোল্লা মুহাম্মদ হাসান বলেন, "এখানে শিরক ও বিদআতের অনেক ধরনের চর্চা হত, সেই সাথে অনেক অদ্ভুত জিনিসেরও। এরপর আমরা আসলাম এবং মানুষদের এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য চেষ্ঠায় লিপ্ত হলাম ও শিক্ষা দিলাম কারণ এদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ। এই ধরনের শিরকের কাজ যেমন মাজারের নামে পশু জবাই করা বা বলি দেয়া তাদের নিকট প্রার্থণা করা ইত্যাদি -এগুলো থেকে মানুষকে ফিরাবার জন্য আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। এবং আমরা তাদের জানালাম যে, এই ধরনের শিরকের কাজগুলো শরীয়াহ্র সাথে সাংঘর্ষিক তারপর থেকে এই ধরনের শিরক ও নব্য প্রবর্তিত বিদআতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমতে লাগল।"

শহীদ শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি বলেন, "প্রসঙ্গাক্রমে, মানুষ মাজারে বসে শিরকের যে সমস্ত কাজ করছে- কোন সন্দেহ নেই, তার জন্য তালেবান আন্দোলনকে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। যে কোন দেশের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য- যেখানে শিরক ও বিদআতের জায়গাগুলো আছে- সেগুলোর জন্য সেই দেশের সরকারকে দায়ী করা যায় না, যদি না সেই সরকার এই শিরক ও বিদআতের স্থানগুলো নির্মাণ করে দেয়, এতে পৃষ্ঠপোষকতা করে অথবা এর প্রতি সদয় থাকে। কিন্তু কাফির সরকারের ক্ষেত্রে কিছু অজ্ঞ লোকের কর্মকান্ডের কারণে, তখন এটা হয়ে যায় একটি বড় ধরনের অন্যায়। এবং তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত আখ্যা দেয়া যাবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না জানা যাবে যে, তারা এই ধরনের শিরক ও বিদআতের কাজে সন্তুষ্ট থাকে, অথবা তারা এর প্রতি সদয় দেখায় বা এই কুফরের প্রতি মানুষকে আমন্ত্রণ জানায়। এটা এমন বিশেষ ধরনের কিছু যা আমরা এখনও তাদের মাঝে দেখতে পাইনি, বরং আমরা তাদের এর বিপরীত অবস্থানে দেখতে পেয়েছি [আমরা তাদের দেখেছি এই সব মাজার, কবরে সংঘটিত শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে]।"

আফগানিস্তান থেকে সম্পূর্ণভাবে শিরকের প্রতিটি জায়গা অপসারণ করার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি, তার মানে এই নয় যে, তালেবানরা এর প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ, কিছু শ্রেণীর মানুষ এই ধরনের গম্বুজ এবং তাদের অন্ধ মতবিশ্বাসকে টিকিয়ে

রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল; যার ফলে তাদের সাথে নিয়মিতভাবে বসার ফলে দুঃখ, কষ্টগুলো এবং মন্দ [রক্তক্ষয় এবং ধ্বংস] কমার ক্ষেত্রে তা সহায়ক ছিল অনেক বেশী।"

## ২. তালেবানরা কি মুরজি'য়াহ?

মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) -কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ঈমান সম্পর্কে তাদের [তালেবানদের] আক্বীদাহ্ কি?" তিনি বললেন, "এটা ঠিক একেবারেই আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) -এর মতো, যা আমরা এর আগে আত-তাহাউইয়্যাহ এর উপর ব্যাখ্যা করেছি, যা তারা তাদের পাঠ্যক্রমে ব্যবহার করে।"

এখন তালেবানরা কি বিশ্বাস করে যে, আমলের মধ্যেও কুফরে আকবারের আছে? এমনকি তাদের অনেকেই (মুরতাদ) সরকারের উপর তাকফীর আল-আইন বাস্তবায়ন করেননি- এর দ্বারা কি এ ধারণা করা ঠিক হবে যে, তারা কুফর আল আকবারের দিকে ধাবিত হতে পারে?

অথচ যেখানে ৩/৮/১৪২০ হিজরীতে আফগানিস্তানের উলামা কাউন্সিলার বলেন, "কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যদি আমরা শাইখ উসামা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) -কে তাদের (আমেরিকা) হাতে তুলে দেই, এরপর আবারো আমেরিকা আমাদের কাছে মহিলাদের হিযাব তুলে দেয়া, কিসাস এবং হুদুদ অকার্যকর করা এবং এই ধরনের আরো অনেক কিছু দাবী করতে থাকবে ... এবং এভাবে তারা শরীয়াাহ আইন বন্ধ করতে চাইবে। তারা একটি হুকুমিয়্যাহ কুফুরিয়্যাহ (কুফরী শাসন পদ্ধতি) প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে যাতে তাদের মানব রচিত মতবাদ অনুমোদন করে, এবং এটাই যা তারা আগ্রহ প্রকাশ করে..... এবং যার ফলে আমরা জোড়ালো ভাবে বলি- শাইখ উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা শরীয়াহ এবং রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই নাজায়েজ, এবং কোনভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়; এবং শুধু তাই নয় বরং এই কাজটি [আমল] হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল [যা কুফর আল-আকবার]।"

## ৩. তালেবানরা কি দেওবন্দিয়্যা এবং সুফিয়্যাহ?

মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "সুফিয়্যাদের কিছু বিষয় আছে যা সঠিক, এমন কিছু যার উপর রসূল ﷺ ন্যায়নিষ্ঠতা এবং জুহুদ [সংযমী] দুনিয়াবী বিষয় গুলো থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু (মুহিহ আদ-দ্বীন) ইবন আরাবী এবং অন্যরা যেগুলোর উপর আমল করতেন, বিশ্বাস করতেন ওয়াহদাত আল-উজুদ [অস্তিত্বের এককত্ব] এবং ভ্রান্ত তাসাউফ- তখন বলা যায় তালেবানরা এর উপর নাই, বরং তারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে [হার্‌ব] আছে।"

মৌলভী জালাল আদ-দ্বীন শিনওয়ারী সাইয়্যেব বলেন, "আমরা সূফীবাদের উপর সন্তুষ্ট নই, এবং "মুরিদ" [সূফীবাদের কোন তরীকার অনুসারী] হিসেবে যদি আমরা কারও পরিচয় পেয়ে থাকি- আমরা তাকে নেতৃত্বের বাহিরে ছুড়ে ফেলে দেই এবং সরকারী যে কোন ধরনের কাজ থেকে তাকে আমরা বহিস্কার করি। এবং কাবুলে দুই জন লোক আছে যারা বয়সের ভারে নুয়ে পড়ার কারণে হাটতে পারত না এবং তারা নকশাবন্দীয়্যা সুফিদের মধ্যকার ছিল। তাদের কাছে শত শত লোক যেত। তাই আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করে রাখলেন, এরপর তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এই সতর্কবাণী দিয়ে যে, পূর্বে তারা যা করেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এরপর সেই দুইজন কাবুলে ফিরে যায় এবং আজ পর্যন্তও তারা তাদের আগের কাজগুলো আর কখনও করেনি, আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জন্যই সকল প্রশংসা। এই সব বিষয়গুলো সুফীদের অনুসরণ করা এবং তাসাউফের সাথে লেগে থাকা, আমেরিকা এবং আল্লাহর শত্রুরা সবসময়ই এটা চায়, যার কারণে লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, এবং এই কারণেই তারা জিহাদকে পরিত্যাগ করে, এবং সর্বোপরি বলা যায় যে, সুফীবাদ দ্বীন এবং জিহাদের কোন মাধ্যম নয়।"

ইমারাতে আফগানিস্তানের তালেবানের সাবেক রাষ্ট্রদূত বলেন, "কেউ যদি এখন আফগানিস্তান ভ্রমণ করে তাহলে দেখবে যে এই সব শিরক এবং বিদআতের স্থানগুলো অনেক কমে গিয়েছে, এবং জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসমুহের বার্ষিক অনুষ্ঠানও

প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তালেবানদের আবির্ভাবের পূর্বে যে দ্বীনের থেকে ম্যাজিয়ানসের উপর যা আমল করা হতো সেই সব অনুষ্ঠানগুলোর অবশিষ্টাংশও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাজার-ই-শরীফ বিজয়ের পূর্বে এখানে যে সব অনুষ্ঠানগুলো ঘটত, ইমারাত সেগুলোও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সেই কাজগুলো আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি থাকুন) এর মাজার মনে করে যাকে ঘিরে অনেক শিরকী অনুষ্ঠান করা হতো। সুতরাং উলামা কাউন্সিলের একটি ফাতাওয়া জারির মাধ্যমে প্রথম থেকেই এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এবং মহিলাদের কবর জেয়ারত করতে বাধা দেয়া হয়েছে, এবং সমাধিগুলোর প্রবেশপথেই শরীয়াহ অনুযায়ী কিভাবে কবর জিয়ারত করতে হবে সেই চিহ্নগুলো টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে, যা আপনারা শুনেছেন এবং দেখেছেন, বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার বিষয়টি, যা পুরো বিশ্ব কোনভাবেই মেনে নেয়নি এবং এর জন্য সবাই আমাদের বিপক্ষে এসে দাড়িয়েছে ...

কিন্তু এরপরও আমরা স্বীকার করছি যে, এখনও অনেক জায়গা রয়ে গিয়েছে যেখানে বিদআতী কর্মকান্ড হয়, তবু উলামাগণ এগুলো প্রতিকারের উপায় খুঁজছেন, প্রজ্ঞার সহিত দেখছেন কিভাবে কোন ধরনের ক্ষতি না করে এগুলোকে মঙ্গলজনক করা যায়; এর কারণ হচ্ছে এখনও সম্পূর্ণভাবে সেখানে কিছু অপেশাদার ও অজ্ঞ ব্যক্তি রয়ে গিয়েছে। এই সব কিছু, তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা এই সব বিদআতের মুখোমুখি আছে এবং যাদের মনমগজে এটা [যে, নব্যতন্ত্রীরাই বুঝি ঠিক] সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমুল হয়ে গিয়েছে -এবং তালেবানরা সতর্ক ছিল এই ব্যাপারে যে এইসব লোকেরা যেকোন সময় বিদ্রোহ শুরু করে দিতে পারে, সেই সময় যখন তালেবানরা পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। এবং ন্যাটো জোট এই অস্ত্র সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে ঐসব সূফীদের যারা তালেবানদের বিরুদ্ধে ছিল, কাজের কৃতিত্ব নিতে চেয়েছিল। আর এই কারণেই উলামাগণ চেয়েছেন শিরকের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন কিছু বিদআতকে মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে। এবং যদিও তারা পথভ্রষ্ট এই সব সূফীদের তরীকাগুলো যেমন কাদেরিয়া বা অন্যান্যদের কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করেছে। তারা তাদের প্রকাশ্য এবং জনসম্পৃক্ত কর্মকান্ডগুলো নিষিদ্ধ করেছে, যা "হালাক্বাত আল-যিকির" [যিকিরের মজলিস] নামে অধিক পরিচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিকই এটা কোন সঠিক যিকির ছিল না। এবং কিছু নিষেধাজ্ঞা এমন পর্যায়ে ছিল যে, কিছু সূফী তরীকাহ্ যারা যখন তালেবানদের সাথে থাকতে পারত না [কোন এক শর্তের কারণে], তারা আফগানিস্তান ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে গেল, এবং এমনকি তারা আফগানিস্তানের শাসন [অর্থাৎ তালেবানের] এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ [হারব] ঘোষণা করে দিল!"

আল্লাহর নাম এবং গুণের ব্যাপারে দেওবন্দিয়্যাদের আক্বীদাহ্ এবং তালেবানদের সম্বন্ধে মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "সাধারণভাবে, দেওবন্দিয়্যারা হলো আশারিয়্যা এবং মাতুরিদিয়্যাহ, কিন্তু তাদের মধ্যে আহলে সুন্নাহও কিছু আছে। তাই আমি আফগান জনগণকে এই বিষয়টা স্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, সত্যিকারের মাযহাব [জীবন পদ্ধতি] হচ্ছে সালাফিয়্যাদের মাযহাব [জীবন পদ্ধতি], এবং খালাফদের জীবনপদ্ধতি থেকে তাদের সতর্ক করি। কিন্তু জাজিরাতুল আরবের আলেমগণ যেভাবে প্রকাশ্যে বলেন সেভাবে আমাদের আশারিয়্যা এবং মাতুরিয়্যাদের নিয়ে কথা বলা একটু কঠিন। এবং তালেবানদের ক্ষেত্রে, রাইস আল-ইফতাক [ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান] আমাদের ছাত্রদের একজন, এবং সে একজন সালাফি মাযহাবের। অনুরূপভাবে, একজন বড় আলেম আব্দুল্লাহ তাকিরিও। এই সত্যটাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য আমরা কঠোর সংগ্রাম করে যাচ্ছি।"

মৌলভী আহমেদ জান -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আমরা শুনেছি, মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে বিলাদ আল হারামাইনের মত জায়গায় এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, তালেবান আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন যাতে সুফিয়্যা, কুবুরিয়্যা এবং মাতুরিয়্যাদের আকীদাহ্ মিশে আছে। তাই আপনাদের দেশে তালেবান আন্দোলনের মধ্যে সত্যিই কি এ ধরনের আক্বীদাহ আছে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "এটা সত্য যে আফগানিস্তান এবং ইসলামী তালেবান আন্দোলন সম্পর্কে এ ধরনের অনেক গুজব ছড়িয়ে আছে। এই গুজবগুলোর মধ্যে যেমনঃ মাযহাব -এর বিষয়ে তারা অন্ধ অনুসারী কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ইলমের কমতি অথবা ইসলামী শারীয়াহ বাস্তবায়নের বিষয়ে তারা অযোগ্য ইত্যাদি। আর তাদের বিষয়ে পরিস্কার ধারণা

না থাকাতেই এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজন হলেও সত্য যে, এই ভ্রান্ত সন্দেহের কারণেই অনেকে দূরে সরে আছে এবং আমাদেরকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে পিছপা হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা [তালেবান] সুস্পষ্টতার সহিত যা বলে থাকি তা হচ্ছে, ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তান যেই আক্বীদাহ্ প্রচার ও প্রসারের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা তাদের বেতার মাধ্যম কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে হোক অথবা মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে হোক- তা শুধু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্'র আক্বীদাহ্, যেভাবে ইমাম আত-ত্বহাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ব্যাখ্যা করেছেন।"

শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "ঐ সব লোকদের প্রতি যারা বলে তালেবানদের অবশ্যই আমাদের বর্জন করা উচিত এই কারণে যে, তারা হচ্ছে মাতুরিদিয়্যাহ, তাদেরকে আমি বলবো- আমরা না তাদের অস্বীকার করি না এটা সমর্থন করি, কারণ আমাদের প্রথম উচিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা ও যাচাই করা। খাওয়ারিজরাই প্রথম আক্বীদাহর ব্যাপারে আল-মাসাঈল আল-খাফিয়্যিাহ (জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়) নিয়ে এসেছিল। তবে, আমরা এই ভিত্তির উপরেই আছি যে তালেবানরা হচ্ছে মুসলিম, আর যে কেউ দাবি করে যে তারা মাতুরিদিয়্যাহ, তখন সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ নিয়ে আসুক এবং তাদের কার কার মধ্যে মাতুরিদিয়্যাহ আক্বীদাহ আছে তাদের নাম আমাদেরকে জানায়, যাতে আমরা বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখতে পারে, আদৌ কি তা সত্য কিনা?

তাছাড়া যেসব আলেমদের এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেমন আব্দুল্লাহ ছার্কিরি, মৌলভী ইহসানুল্লাহ ইহসান (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন), আল-মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী, এবং মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন যারা বলেন, "বস্তুতই, আমরা মাতুরিদিয়্যাদের আক্বীদাহকে বর্জন করি এবং ছাত্রদের আহলে ওয়াস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহকে শিক্ষা দিয়ে থাকি।"

অতঃপর যারা তালেবানদের মাতুরিদিয়্যাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকে তাদের সম্পর্কে শাইখ আরো বলেন, "অতঃপর আমরা কিছু আফগানির লেখা একটি বই পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই যেখানে উল্লেখ ছিল যে, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের আক্বীদাহ্ হলো মাতুরিদিয়্যাহ, তাই এই ধরনের বিবৃতিকে আমরা সাধারণের কাতারে ফেলে দেই....সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এটা খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার!!!"

সুতরাং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এটাই হচ্ছে তালেবানদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই যদি কোন সাধারণ অজ্ঞ আফগানী বলে থাকে যে, অধিকাংশ তালেবানরা হচ্ছে সূফীয়্যাহ অথবা দেওবন্দিয়্যাহ তাহলে এর দ্বারা কোন কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আফগানিস্তানের উলামা কাউন্সিলের প্রধান বলেন, "আমাকে সুফিয়্যাদের সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জিজ্ঞেস করো না, এবং তাদের বিপক্ষে খুব বেশী কিছু বলার দরকার নেই- কারণ মানুষদের মধ্য থেকে এমন কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে যারা শয়তানদের পক্ষালম্বন করে, এবং তারা তোমার বিপক্ষে ওদের উস্কানি দিবে ও বলবে, তোমরা (মুজাহিদীনরা) হচ্ছো মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এর অনুসারী!"

মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "আফগান এবং পাকিস্তানী সাধারণ জনগণ মানুষরূপী শয়তান এবং মূর্খদের কাছ থেকে "ওয়াহাবিয়্যাদের" সম্পর্কে শুধুমাত্র মন্দ কথা ব্যতীত এমন কোন কিছু শোনেনি।" কিন্তু আমি নিজে, তালেবানদের মধ্য থেকে অনেক কমান্ডার এবং উলামাগণ সবাই ভালভাবে জানেন যে এগুলো হচ্ছে মিথ্যা-বানোয়াট কথা। আমরা ওয়াহাবিয়্যাদের সত্যিকার অর্থে সালাফদের জীবন পদ্ধতির উপর থাকা মনে বলে করি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শাইখ মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহাব (মহান আল্লাহ তাঁর উপর দয়া করুন) -এর অনেক কিতাব পড়েছি।"

"সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ" এই মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আমরা হচ্ছি মানুষ তাই আমরা কখনও ভুল করি আবার কখনও সঠিক করে থাকি। বিশেষভাবে বলতে হয় আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, আর তাই আমরা

প্রত্যাশা করছি জাজিরাতুল আরবের সম্মাণিত উলামাগণ আমাদেরকে সঠিক উপদেশ দিবেন, আমাদের কাছে আসবেন এবং হক্ব বিষয়কে আমাদের সামনে উম্মোচিত করে দিবেন।

কিন্তু যারা অনেক দূর থেকে [নিজের দেশে অবস্থান করে] আমাদের সমালোচনা করে থাকেন, এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তাদের উচিত হচ্ছে আমাদের নিকট আসা, (বাস্তবতা দেখে) আমাদের উপদেশ দেয়া। আমরা তাদের পরামর্শ নেয়ার জন্য আগ্রহী। তবে যদি এরপর তারা আমাদের যে উপদেশ দেন আমরা তা বাস্তবায়ন না করি, তখন তাদের অধিকার থাকবে আমাদের সমালোচনা করার। বস্তুতই, আমাদের উপদেশ এবং পরামর্শ প্রয়োজন, কারণ তারা হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামা, আমরা তাদের সম্মান করি, স্বাগত জানাই এবং তাদের নিরাপত্তা দেই।"

মৌলভি শিহাব আদ-দ্বীন বলেন, "আফগানিস্তানে যে অনেক ধরনের বিদআতী রয়েছে এ বিষয়টি আমরা অস্বিকার করি না। কিন্তু যখন তালেবানরা ক্ষমতায় আসল, তখন তারা এই সকল বিদআতী কর্মকান্ডগুলো বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার সাথে ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ ও বন্ধ করতে থাকলো । উদাহরণস্বরূপ, রসূল ﷺ এর একটি বস্ত্র ছিল, যার জন্য সপ্তাহে দুই দিন 'তাবার্‌রুক' [কোন কিছু চাওয়া] এর জন্য এটা ব্যবহৃত হতো, একদিন পুরুষদের আর অন্যদিন মহিলাদের জন্য। তালেবান এই সকল বিদআত বন্ধ করে দিল এবং সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

তাই আমরা শুধুমাত্র মানুষদের একটি ব্যাপার বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখি তা হলো যদি কারও উপকার হয়, যদি কারও ক্ষতি হয় সেটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এর পক্ষ হতে। এবং তালেবানরা হচ্ছে মুওয়াহিদীন [তাওহীদ আল-উল্যুহিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট] যারা কবরে কান্নাকাটি করা [কবরকে বরকতময় জায়গা মনে করে], কবরে বলি দেয়া, কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা এবং কবরের প্রতি চরম অবসন্নতা ভাব প্রদর্শন করা প্রভৃতি বিদআতী কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারা এগুলোকে নিষেধ করে এবং মানুষকে বোঝায় কেন এগুলোর অনুমতি দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে, আরো একটি উদাহরণ, প্রাচীনকালে একটা লোক একটা পাথর এবং একটা বস্ত্র নিয়ে এসেছিল, লোকেরা এটাকে একটা বিশাল কিছু মনে করে এর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগল, এবং এর থেকে উপকার পাওয়ার আশায় কান্নাকাটি করতে লাগল। ফলে তালেবানরা এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং এটার উপর একটা পাথরের দেয়াল তুলে দিল ও মানুষদের এর নিকট আসা থেকে বিরত রাখল। আর এখন, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা, কেউ আর এদিকে আসে না। (এবং এরপর তিনি দুজন নকশাবন্দীয়ার গল্প তুলে ধরেন যা এর আগে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন)।

কান্দাহারের কেন্দ্রীয় মসজিদ জামি তে আমি নব্য বিদআতীদের বিরুদ্ধে কথা বলা অব্যাহত রাখলাম এবং বললাম আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র যিনি উপকার দেন, আবার তিনিই একমাত্র যিনি ক্ষতি করেন। এবং আমি তাদের কাছে আরো ব্যাখ্যা করলাম যে, জিয়ারাত (কবর পরিদর্শন) এর সুন্নাহ হচ্ছে কবরে সালাম দেয়া এবং কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্য দুআ করা ও পরিশেষে চলে আসা।"

## ৪. তালেবানরা কী হানাফী মাযহাবের প্রতি অন্ধ অনুসারী এবং পক্ষপাতী?

মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের অনেক সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এবং তাদের আলেমরা, হানাফি মাযহাবের প্রতি অধিক পরিমানে পক্ষপাত করে থাকে। কিন্তু যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে আরবরা আফগানিস্তানে আসল এবং আফগানীরা আরবদের সাথে মিশল, তখন আফগানীরা জাজিরাতুল আরবে ভ্রমণ করতে লাগল ইলমের অন্বেষণে-তা'আসসুউব [দূর্বলতা/ পক্ষপাতদুষ্টতা] নিঃশেষ হয়ে এলো তাদের আলেমদের মাঝে এমনকি তাদের অজ্ঞ ও আলেমদের থেকেও তা বন্ধ হয়ে গেল। এবং তালেবানদের মধ্যে গুটি কয়েকজন ব্যতীত হানাফি মাযহাবদের প্রতি তাদের কোন তা'আসসুউব ছিল না। তারা এটা বন্ধ করার জন্য কাজ করছে এবং মানুষকে এই বিষয়ে ইলমের প্রসার ঘটিয়েছে।"

"সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ" এই মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, "বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে রয়েছে আর ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সবসময়ে এরকমটিই চায় যে, মুসলিমদের মাঝে খারাপ ধারণাগুলো বিদ্যমান থাকুক যাতে তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনগুলো ভেঙ্গে পড়ে। 'এরা হচ্ছে ওয়াহাবী', 'এরা হচ্ছে হানাফী' 'এরা হচ্ছে শাফে'ঈ' এরকম বলে বলে মুসলিমদের ঐক্যকে ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে। আমরা এটা চাইনা বরং আমরা এটা বন্ধ করতে চাই। আমরা সকল মুসলিমদের মাঝে একতা চাই, যাতে আমরা ঠিক একটি দেহের মত একটি উম্মাহ হতে পারি।"

শাইখ আবু মুসাব আস-সূরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন, "মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন) নিজে এবং আরো কয়েকজন সিনিয়র তালেবান নেতাদের নিকট হতে এটা উদ্ধৃত হয়েছে যে, অনেক ফিকহ এবং বিচারের রায় সংক্রান্ত বিষয়ে তারা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন যা হানাফী মাযহাবের রায় বলে বলা হয়ে থাকে।"

## ৫. তালেবান এবং জাতিসংঘ

শাইখ আবু মুসাব আস-সূরী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "তালেবান জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে -এ বিষয়ে আমিরুল মু'মিনীনের কাছে দেখা করতে আসা কয়েকজন ভাইয়ের নিকট সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তালেবান জাতিসংঘে প্রবেশের জন্য প্রস্তাবের বিষয়ে একটি শর্ত আরোপ করেছিল। আর শর্তটি হলো শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোন নিয়ম অথবা বিষয় তালেবান সরকার মানতে বাধ্য থাকবে না।'

তালেবানদের কথাতেই এটা পরিস্কার যে তারা জাতিসংঘের উপরই সিদ্ধান্তটা দিতে আগ্রহী। যদি জাতিসংঘ তালেবানকে অন্তর্ভূক্ত করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তালেবানদের জন্য এটি হচ্ছে *হুজ্জাহ* (প্রমাণ)। সুতরাং তারা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি শর্ত সাপেক্ষে আরোপ করেছিলেন, যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে [কুফরের সাথে নয়]। এবং এই শর্তাধীন প্রস্তাব এমন কোন বিষয় না যাতে কুফরীর কোন চিহ্ন বা আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাই তিনি জাতিসংঘে প্রবেশ করতে চাননি। প্রকৃত অর্থে [যদি না শর্তটা পরিপূর্ণ হয়], আসলে এটা ছিল একটা কৌশল।" তাই এটাই হচ্ছে তাউইল যা তালেবানদের মধ্যে ছিল যখন তারা শুরুর দিকে জাতিসংঘে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

শাইখ সাঈদ আল-মিসরী যখন ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তানের সরকারী মুখপাত্র আমিন খান -কে জিজ্ঞেস করেন, "কেন তালেবান জাতিসংঘের সাথে বসার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল এমনকি এটা জেনেও যে তারা শরীয়াতের বাস্তবায়নের দিকে যা কিছু আহ্বান করছিল তা তাদের সাথে সাংঘর্ষিক?" তখন আমিন খান প্রতিউত্তর দিলেন, "বস্তুত, তালেবান এমন কোন শব্দই উচ্চারণ করেনি জাতিসংঘে তাদের সাথে সীমিত আকারের জন্য বসার জন্যও এমনকি একটি দিনের জন্য হলেও নয়। বরং তারা শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপরই বার বার জোর দিয়েছিল যে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোন কিছু ছাড়া অন্য কোন শর্তে তাদের সাথে বসতে কোন আপত্তি নেই।" তখন শাইখ সাইদ বলেন, "কিন্তু এই প্রস্তাবটি এমনই ছিল যে এটি জাতিসংঘের পক্ষে কখনোই মানা সম্ভব নয়, কারণ এটি ছিল তাদের মূলনীতির বিপরীতে।" প্রত্যুত্তর আমিন খান জবাব দিলেন, "যদি তারা গ্রহণ না করে, তখন আমরা আমাদের মূলনীতির বিশ্বাস থেকে এক চুলও সরে আসবো না।"

যখন শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন শামজায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) -কে জিজ্ঞেস করেন, "আমরা শুনলাম যে তালেবান জাতিসংঘে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে, এটা কি সত্যি?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, এটা সত্যি। আমি নিজে এবং আরো কয়েকজন আলেম আমিরুল মুমিনীন এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে পরামর্শ দিলাম।" তখন আমিরুল মুমিনীন বলেন, "ইসলামী আমিরাতের স্বীকৃতি ছাড়া আমি আর অন্য কোন কিছু দাবী করিনি আর শরীয়াতের সাথে যে আইন সংগত রয়েছে আমরা শুধুমাত্র সেই আইনই প্রয়োগ করবো।" তখন আমরা তাঁকে বললাম, "বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এটা সম্ভব না, জাতিসংঘে যোগদান স্রেফ একটা কুফরী, এই কারণে যে তারা কুফরীর বিধি-বিধান থেকে আইন প্রণয়ন করে থাকে।" এরপর আমরা তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম

এবং তিনি সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা বোধ করতে লাগলেন। পরবর্তীতে একই বছর যখন আমরা আবার তার সাথে দেখা করলাম, আমরা দেখলাম [জাতিসংঘে যোগদানের বিষয়টি] তার অন্তর থেকে মুছে গিয়েছে।"

শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি এরপর মন্তব্য করেন, "আমাদের একটা বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত যে শাইখ আবু মুসাব এবং মুফতী নিজাম আদ-দ্বীন -এর বর্ণনার মাঝে নয় মাসের পার্থক্য রয়েছে।"

সুতরাং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই বিষয়টা সংকলন করার তৌফিক এনায়েত করেছেন, এবং সকল প্রশংসার অধিকারী তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তালেবানদের সাহায্য করুন এবং এই ভূমির উপর আবারও তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিন।

এবং আমি সবাইকে আমিরুল মুমিনীন এর কিছু কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যা তিনি ৭/১৬/১৪২২ হিজরীতে লিখেছিলেন -পুরো বিশ্ব তালেবানদের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে যাবার পর।

**"এবং ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে কি রায় হবে যারা সাহায্য ও সহযোগিতার সব ধরনের মাধ্যম দিয়েই ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়?"**

সত্যিকার অর্থে, ইসলামের সকল আলেমগণ এই বিষয়ের উপর ইজমা দিয়েছেন, সকল ইমামরা এই বিষয়ের উপর একমত পোষণ করেছেন যে, বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি, প্রত্যেক মুসলিমের উপর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন। এটা এখন এমন এক পরিস্থিতি যেখানে সন্তানের প্রয়োজন নেই পিতার নিকট অনুমতি চাওয়ার, গোলামের প্রয়োজন নেই মনিবের নিকট অনুমতি চাওয়ার, স্ত্রীর প্রয়োজন নেই স্বামীর নিকট অনুমতি চাওয়ার, ঋণগ্রহীতার ঋণদাতার নিকট প্রয়োজন নেই অনুমতি চাওয়ার এবং এই সকল বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং এই সকল আগ্রাসী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য এটাই হচ্ছে বিধান এবং এটা সকল মুসলিমের উপর একান্ত আবশ্যক।

আর যারা এই সকল ক্রুসেডারদের সাহায্য সহযোগিতা করে তাদের বিরুদ্ধে রায় কি হবে, এই বিষয়টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন,

**"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে প্রর্দশন করেন না।" [সুরা মায়েদাঃ আয়াত ৫১]**